সংবাদ

তারিখ 21 APR 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

# অস্ত্র হাতে কী শিক্ষা দেবেন ঢাবি শিক্ষক?

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ঘটনাটা তিন বছর আগের। কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনজন যুবক। কোট প্যান্ট পরা এক যুবকের হাতে পিস্তল। মাঝখানের যুবকটি হাসছেন। তারই পাশে আরেক যুবক হাত ব্যাগ নিয়ে পিস্তল হাতের যুবকের পিস্তল চালনা দেখছেন। এমনি এক ছবি গত তিন বছর আগে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সংবাদের শিরোনামও হয়েছিল এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন। তিন বছর আগে যে যুবকের অস্ত্র চালনার ছবি দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় তোলে তার নাম মো. মতিয়ার রহমান। তিনি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। সম্প্রতি তাকে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী অধ্যাপক করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬ সালের ১৭ জুলাই মতিয়ার প্রভাষক পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে নিয়োগ পান। এমন-ই একটি প্রতিবেদন গতকাল প্রকাশ করেছে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে শিক্ষক পিস্তল হাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন সেই তিনি শিক্ষার্থীদের কী শিক্ষা দেবেন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মতিয়ার। তার বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায় অস্ত্র : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

## অস্ত্র : হাতে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সংবাদ মাধ্যমে এমন তথ্যই এসেছে। বিতর্কিত একজন শিক্ষক কীভাবে নিয়োগ পেলেন জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এমএ জলিল বলেন, "নিয়োগ পেয়েছে দশ মাস হতে যাচ্ছে। এতদিন তো আমরা কিছু জানতাম না। নিয়োগের সময় বিষয়টি জানা থাকলে বিভাগের বাছাই কমিটি বিষয়টি দেখত।" এখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টি দেখবে জানিয়ে এ বিষয়ে আর কোন কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান তিনি।

আর মতিয়ার রহমানের ফোন বন্ধ থাকায় তার বক্তব্য জানা যায়নি।

২০১৩ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের নিয়োগ পাওয়ার পর ওই বছরই তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদে যোগ দেন। পরের বছর জগন্নাথের চাকরিতে থাকা অবস্থায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অস্ত্র হাতে মতিয়ারের ছবি সংবাদমাধ্যমে এলে তোলপাড় শুরু হয়।

সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মফিজ লেকের কাছে 'পিস্তল চালানোর প্রশিক্ষণ নেয়ার সময়' তোলা হয় ওই ছবি। সেখানে পিস্তল তাক করে দাঁড়ানো মতিয়ারের পাশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সাবেক শিক্ষক ও বর্তমান বিসিএস ক্যাডার (অর্থনীতি) আজিজুল হক মামুনকে দেখা যায়, যিনি এক সময় ছাত্রলীগের সহসভাপতি ছিলেন। একই সঙ্গে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়ায় মতিয়ার ও মামুনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের তখনকার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সজিবুল ইসলাম সজিবকেও ছবিতে দেখা যায়। তিনিই দুই শিক্ষককে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন বলে সংবাদ মাধ্যমের খবর।

ওই ছবি সংবাদ মাধ্যমে এলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মাহবুবর রহমানকে অব্যাহতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সজিবকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়। সে সময় দুই শিক্ষকের বিচারের দাবিও তোলা হয়েছিল বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে। তবে পরে বিষয়টি আড়ালে চলে যায়। মতিয়ার রহমান অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়ার কথা অস্বীকার করে সে সময় সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তার হাতে ছিল খেলনা পিস্তল। বাচ্চারা ওই ধরনের পিস্তল নিয়ে খেলাধুলা করে। তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার বিষয়ে জানতে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে বৃহস্পতিবার সকালে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।